VIDYASAGAR UNIVERSITY

SWARNAMOYEE JOGENDRA NATH MAHAVIDYALAYA

SUB :- ENVIRONMENTAL STUDIES (AECC)

PROJECT WORK

B.A (Honours) : SEMESTER - II

NAME :- RUMPA MONDAL

ROLL - 1112152 NO - 220099

Registration No - VU221520066 OF 2022-2023

SESSION : 2022-2023

Phone: 7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: Purba Medinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in | Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

Certificate

To whom it may concern

This is to certify that Rumpa Mondal, Roll-1112159 No. 220099, Registration No. VU2215200066 of 2022-23, student of Semester-II of Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-23; submitted his/her project report entitled as Project Work on identification of Common Plant, insects and birds based on field survey conducted at college campus and surrounding areas (Amdabad and Barimal village) on 7th and 8th June, 2023 for partial fulfilment of the syllabus prescribed by Vidyasagar University. The report has been prepared under the supervision of Mr. Aparesh Mondal may be placed before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S. J. Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Mr. Aparesh Mondal
(Supervisor)
Assistant Professor and Head
Dept. of Geography
S. J. Mahavidyalaya

বটগাছ

বট তথা বটগাছ ফাইকাস বা ডুমুর জাতীয় গোত্রের ইউরো সিস্টিমা উপগোত্রের সদস্য এবং আদি নিবাস হল বঙ্গভূমি। এটি একটি বৃহদাকার বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বট গাছ খুব বড় আকার জুড়ে জমির সমান্তরাল ঝাঁঝালো বিস্তার করে যার শুঙ্গমূলের উপর ভর দিয়ে থাকে। শুঙ্গমূল প্রথমতঃ সরু শুঁড়ি হিসেবে বাতাসে ঝোলে। পরে মাটিতে প্রবিষ্ট হলে শুঙ্গমূলের মাটির উপরের অংশ পরিবর্তিত হয়।

ইংরেজী নাম : Indian banyan

বৈজ্ঞানিক নাম : Ficus benghalensis

জগৎ : Plantae

শ্রেণীবিভাগ : সপুষ্পক উদ্ভিদ, Eudicots, Rosids

বর্গ : Rosales

পরিবার : Moraceae

গণ : Ficus

প্রজাতি : F. benghalensis

গুণাগুণ : ① বটের আঠা বা ফাটা সারায়।

② বটের ছাল ঘেহের মেদ কমায়।

③ হাড় মচকে গেলে এর ছাল বেটে গরম করে মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

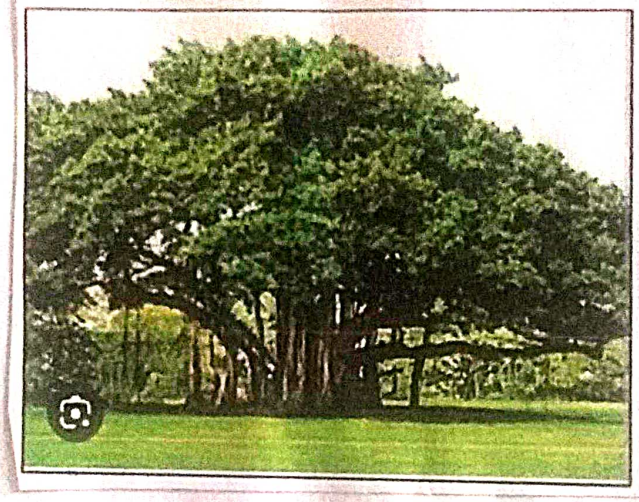

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible]

তুলসি গাছ

তুলসী (ইংরেজী : holy basil, or Tulasi) একটি ঔষধি গাছ। তুলসী অর্থ যার তুলনা নেই। তুলসী গাছ লামিয়াসি পরিবারের অন্তর্গত একটি সুগন্ধী উদ্ভিদ। হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি পবিত্র উদ্ভিদ। হিন্দুদের মধ্যে সমাদৃত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তুলসীকে 'সীতাস্বরূপা' স্কন্দপুরাণে 'লক্ষ্মীস্বরূপা' ও ঋক্‌সংহিতায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ঋগ্বেদে 'কল্যাণী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকনাম : Ocimum Sanctum

জগৎ/রাজ্য : প্লান্টি (Plante)

শাখা : ট্রাকিওফাইটস (Tracheophytes)

বর্গ : Lamiales

পরিবার : Lamiaceae

গণ : Ocimum

প্রজাতি : O. tenuiflorum

ব্যবহার : তুলসী গাছের নানা ঔষধি ব্যবহার রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা ইত্যাদি নানা সমস্যায় তুলসী ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জানতে যে চার প্রকার তুলসী গাছ দেখা যায় সেগুলি হল : ① বাবুই তুলসী, ② রামতুলসী, ③ কৃষ্ণ তুলসী ও ④ শ্বেত তুলসী।

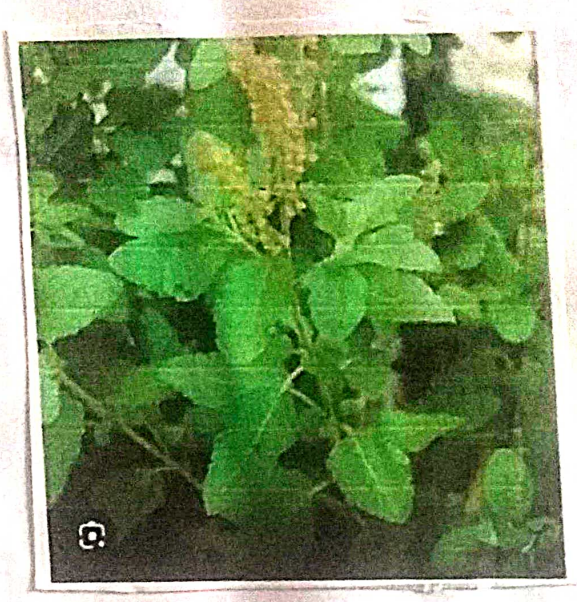

কালমেঘ গাছ

কালমেঘ একটি ভেষজ উদ্ভিদ। এর অন্য প্রচলিত নাম ভূনিম্ব। Lamiale বর্গের অন্তর্ভুক্ত Acanthaceae পরিবারের এই গাছটি। ইংরেজিতে Great Fever Green Chiretta হিসেবে খ্যাত পরিচিত।

বৈজ্ঞানিক নাম: Plate Andrographis paniculata

জগৎ: Plantae

শ্রেণীবিন্যাস: মধুকরক উদ্ভিদ, Eudicots, Asterids

বর্গ: Lamiales

পরিবার: Acanthaceae

গণ: Andrographis

প্রজাতি: A. Paniculata

গুণাগুণ: 1) এর পাতা দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করা হয়।

2) এর রস কৃমি নাশক।

3) রক্ত আমাশয় দূর করে।

4) ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

5) হজমুরোগী প্রতিরোধে কার্যকর।

6) ক্ষত সারাতে সাহায্য করে।

7) কালমেঘ খেলে লেবের হজম শক্তি বাড়ায়।

অশ্বত্থ গাছ

অশ্বত্থ, অশ্বত্থ বা পিপুল এক প্রকার বট বা ডুমুর জাতীয় বৃক্ষ যার আদি নিবাস স্থানীয় ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ইন্দোচীন এছাড়া বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা পশ্চিম চীন প্রভৃতি দেশে ও এটি দেখতে পাওয়া যায়। এটি Moraceae পরিবারভুক্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ।

- জগৎ : উদ্ভিদ

উদ্ভিদ জীবজগতের একটি বড়ো গোষ্ঠি যাদের অধিকাংশই সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করতে পারে এবং এরা চলাচল করতে পারে না। বৃক্ষ, গুল্ম, লিচেন ইত্যাদি উদ্ভিদ জগতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে প্রায় ৩৫০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে 2008 সাল পর্যন্ত প্রায় ২৮৭,৩৩৩ টি প্রজাতিকে শনাক্ত করা গেছে। এর মধ্যে ২৩৮,৩৩০ হলো সপুষ্পক উদ্ভিদ।

বিভাগ : Magnoliophyta

শ্রেণী : Magnoliopsida

বর্গ : Rosales

পরিবার : Moraceae

গণ : Ficus

প্রজাতি : F. religiosa

ব্যবহার : ডায়বেটিস, ডায়রিয়া, মৃগীরোগ, গ্যাস্ট্রিক সমস্যা প্রদাহ জনিত রোগ, সংক্রামক এবং যৌন রোগ সহ প্রায় ৩০ ধরনের রোগের জন্য অশ্বত্থ গাছ ব্যবহার করা হয়।

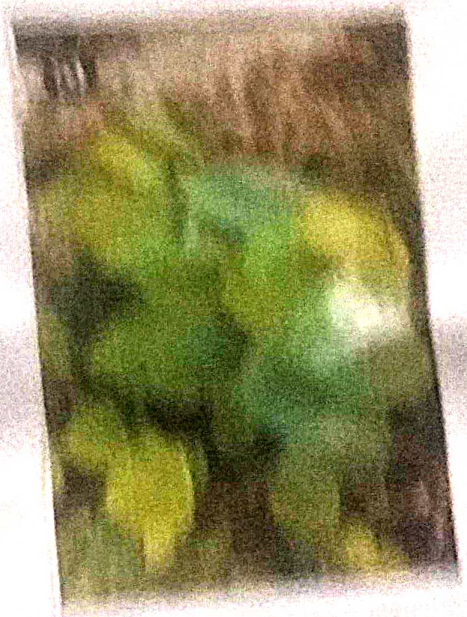

কাক

কাক (ইং ভেদি Crow) শব্দটি বোঝে অনুরূপ এক জাতির পাখি উষ্ণমণ্ডলীয় সব মহাদেশ এবং কেবল কিছু দ্বীপ অঞ্চলে কাকের বিস্তার রয়েছে। কাকদের মধ্যে প্রায় ৪০টি বিভিন্ন প্রজাতির কাক দেখা যায়। কাকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বিভিন্ন প্রজাতির কাকে পূর্ণ। অধিকাংশ কাকের দেহবর্ণ কালো রঙের। কাকের ঘটেছে মধ্যে এশিয়ায়। সেখান থেকে এটি উত্তর আমেরিকা আফ্রিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় কাক বলতে সাধারণত পাতিকাকে বোঝায়।

বৈজ্ঞানিক নাম : Corvus Splendens

জগৎ : প্রাণি জগৎ

পর্ব : কর্ডাটা

শ্রেণী : পক্ষি

বর্গ : Passeri formes

পরিবার : Corvidae

গণ : Corvus লিনিয়াস, ১৭৫৮

কাককে পাখিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চালাক পাখি বলে মনে করা হয়। শুধু তাই নয়। প্রাণিজগতের অন্যতম চালাক প্রাণি হিসেবে এদের গণ্য করা হয়। আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে কাক যে কেবল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে তাই নয় যন্ত্রপাতি নির্মাণেও এরা পারদর্শী। কাক পরিবেশের আবর্জনা পরিষ্কার করে এবং তাই কাক শান্তিময় পাখি নামে পরিচিতি।

পাতি চড়ুই

পাতি চড়ুই বা চড়াই Passeridae গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত Passer গণের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রজাতির একটি অন্যতম। বাংলাদেশ সহ সারাবিশ্বেই এই পাখিটি কম বেশি দেখা যায়। পাতি চড়ুইয়ের বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ গৃহবাসী চড়ুই। সারা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকায় জুড়ে এর বিস্তৃত, প্রায় তিন কোটি ৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এদের আবাস। বেশ বিস্তৃত ও সংখ্যায় অধিক হলেও বিগত কয়েক দশক ধরে বেশ কিছু জায়গায় এর সংখ্যা কমে আসছে। তবে এখন ও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছায় নি বলে আই. ইউ. সি. এন. এই প্রজাতিটিকে ন্যূনতম ঝুঁকিপ্রবণ বলে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের বন্য প্রাণী আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয় নি।

বৈজ্ঞানিক নাম : Passer domesticus

রাজ্য : Animalia

পর্ব : কর্ডাটা

শ্রেণী : পক্ষী

বর্গ : Passeriformes

পরিবার : Passeridae

গণ : Passer

প্রজাতি : P. domesticus

এদের খাদ্য তালিকায় কীটপতঙ্গ থাকে। গাছের ডালে বসে পোকা খুঁজে খুঁজে খেতে এরা অভ্যস্ত। খাদ্যান্বেষণের এই পদ্ধতিকে গ্লিনিং বলা হয়।

পায়রা

পায়রা বা কবুতর বা বাড়ানো প্রজাতির গৃহপালিত পাখি। এরা মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। উনিশশতকে কবুতরের আদিম নির্বাচন ডারউইন এবং অন্য কবুতর উত্তরাধিকার প্রতিযোগিতার প্রাকৃতিক ধারণা থেকে সুবিধাজনক ডারউইন। গৃহপালিত কবুতরের উদ্ভব মূলত কবুতর থেকে। সম্প্রতি দেখা যায় যে কবুতরের গৃহপালন প্রায় ১০,০০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক নাম : Columba livia domestica

জগৎ : Animalia

পর্ব : কর্ডাটা

উপপর্ব : Columbiformes

শ্রেণী : পক্ষীরা

পরিবার : Columbidae

গণ : Columba

প্রজাতি : C. livia

উপপ্রজাতি : C. l. domestica

বৈশিষ্ট্যাবলি : পাখি হিসেবে মুরগি / হাঁসের চেয়ে ছোট এবং সরু চোঁচ দিয়ে থাকে। আবাসস্থল : কাঠামোগতভাবে বা পালন উপযুক্ত আবাসস্থল, গণসংলগ্ন, পরিত্যক্ত দিন এবং / বিশেষ করে বিভিন্ন, কৃষি, ক্যাংকার বা মুরগির ক্রীনিক বেসামরিকদের বিভিন্ন দিন ডিম দিন, পক্ষ, বাত রুচি ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। প্রায় সব রোগের আগে বিভিন্ন রোগাদির উপর্যুক্ত আওয়া যায়। উপরের বন্ধু সকল গবেষণার হতে পারিবেশন। পক্ষ ইত্যাদি দিকে আওয়া যায়।

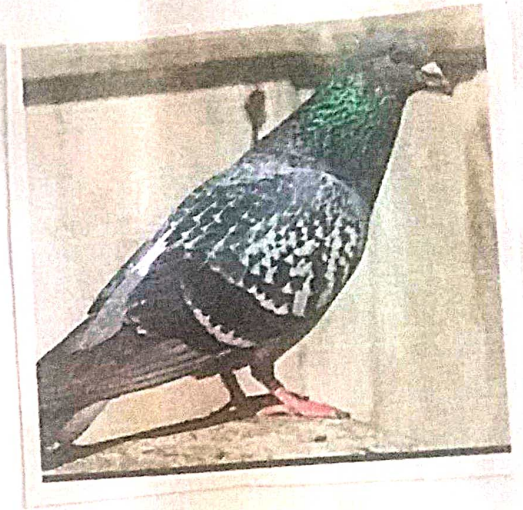

সবুজ টিয়া

সবুজ টিয়া প্রজাতি অতিপরিচিত ও সুদর্শন পাখি। সবুজ টিয়া সহজেই পোষ মানে এরা মানুষের মতো করে কথা বলতে পারে। এরা সাধারণত ঘন ঝুঁঝ কুল এলাকাতে আদ্রতায় বন, ঝোলা বন, চা বাগানে, গৃহবাড়ির বাগান, আবাদি জমি, পুরোনো বাড়িতে বসবাস ও বিচরণ করে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণি আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।

বৈজ্ঞানিক নাম : ~~Bimatti~~ Bittacula krameri

জগৎ : Animalia

পর্ব : কর্ডাটা

শ্রেণী : পক্ষি

বর্গ : Psittaciformes

মহাপরিবার : Psittacoidea

পরিবার : Psittaculidae

উপপরিবার : Psittacuinae

গোত্র : Psittaculini

গণ : Psittacula

প্রজাতি : P. krameri

খাদ্যতালিকায় আছে অপক্ক, ফুল ফল, লতাপাতা বীজ ও ফলের মিষ্টি রস ধানক্ষেতের পাকা ধান ও সবুজ টিয়া খায়।

মালিক

মালিক বা মালিস Sturnidae গোত্রের অন্তর্গত একটি ছোট ও মাঝারি আকারের বৃহৎকায় পাখি। বৈজ্ঞানিক নামটি লাতিন Sturnus থেকে আসছে যার অর্থ মালিক। অধিকাংশ বড় আকৃতির এশীয় মালিক প্রজাতি ময়না নামে পরিচিত। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশীয় দ্বীপগুলিতে মালিক দেখা যায়। কয়েক প্রজাতির এশীয় ও ইউরোপীয় মালিক প্রজাতিকে ভিত্তি আমেরিকা, হাওয়াই ও নিউজিল্যান্ডে।

বৈজ্ঞানিক নাম : Lamprotornis hildebrandti

রাজ্য : Animalia

পর্ব : কর্ডাটা

শ্রেণী : পক্ষী

বর্গ : Passeriformes

উপবর্গ : Passeri

পরিবার : Sturnidae Rafinesque, 1815

মালিক বেশ কয়েক ধরনের হয়। সাধারণ কালো মালিককে ডাকা হয় গো-মালিক বা গোখরে মালিক নামে। এদের ঠোঁটের ও পা গাঢ় কালো হলুদ এবং চোখের মণি গালচে হলুদ রঙের। অন্যদিকে ঝুঁটি মালিক ও সাধারণ কালো রঙের হয় কিন্তু এর মাথায় একটি ঝুঁটি রয়েছে। গাঢ় বাদামি মালিককে বলা হয় ভাত মালিক। এদের ঠোঁট ও পা ঈষৎ হলুদ রঙের। এর বাইরেও রয়েছে 'গাক মালিক' যেমন মালিক ইত্যাদি।